

# ১২তম বিসিএস (পুলিশ)

তারিখ : ১৯৯০

১. ক্রিয়া শব্দের মূল অংশকে বলা হয়-

ক. বিভক্তি                      খ. ধাতু  
গ. প্রত্যয়                      ঘ. কৃৎ                      উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ক্রিয়া পদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু। যেমন- বন্ + আ = বলা। এখানে 'বন্' হচ্ছে ধাতু। ধাতু তিন প্রকার। যথা: ১. মৌলিক ধাতু, ২. সাধিত ধাতু এবং ৩. যৌগিক ধাতু। বাক্যস্থিত একটি শব্দের সাথে অন্য শব্দের অর্থ সাধনের অন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। যেমন: ছাদে বসে মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। শব্দ গঠনের উদ্দেশ্যে নাম প্রকৃতি এবং ক্রিয়াপ্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয় তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন: হাত + ল = হাতল (নাম প্রকৃতি), চল + অন্ত = চলন্ত (ক্রিয়া প্রকৃতি) ইত্যাদি। ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে।

২. “স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়”- চরণটি কার?

ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত  
খ. মধুসূদন দত্ত  
গ. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়  
ঘ. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়                      উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিয়ে চায়’- চরণটি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। উক্তিটি তাঁর ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ (১৮৫৮) কাব্যের। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ: ‘কর্মদেবী’ (১৯৬২), ‘নীতি কুসুমাজলি’ (১৮৭২), ‘কাঞ্চী কাবেরী’ (১৯৭৯) ইত্যাদি। ‘কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি/বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া’। (ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত)। ‘জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে? (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)।

৩. শুদ্ধ বাক্যটি চিহ্নিত করণ-

ক. বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রের শিকার হন  
খ. বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্রতার শিকার হন  
গ. বিদ্বান ব্যক্তিগণ দরিদ্রের শিকার হন  
ঘ. বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রতার শিকার হন                      উত্তর: গ  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

শুদ্ধ বাক্যটি হলো- বিদ্বান ব্যক্তিগণ দরিদ্রের শিকার হন। বিদ্যা, দারিদ্র, দারিদ্রতা শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ- বিদ্বান, দারিদ্র্য, দরিদ্রতা।

৪. কোন শব্দে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. নিখুঁত                      খ. আনমনা  
গ. অবহেলা                      ঘ. নিমরাজি                      উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘নিমরাজী’ শব্দে ফারসি উপসর্গ ‘নিম’ ব্যবহৃত হয়েছে। কম, বদ, ব কার, ফি, বে, দর, না, বর ইত্যাদি ফারসি উপসর্গ। নিখুঁত, আনমনা শব্দের নি, আন বাংলা উপসর্গ। বাংলা উপসর্গ ২১টি। অবহেলা শব্দের ‘অব’ তৎসম উপসর্গ। তৎসম উপসর্গ ২০টি।

৫. বাংলা ভাষা এই শব্দ দুটি গ্রহণ করেছে চীনা ভাষা হতে-

ক. চাকু, চাকর                      খ. খদ্দর, হরতাল  
গ. চা, চিনি                      ঘ. রিক্সা, রেস্তোরা                      উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

চা, চিনি শুদ্ধ দুইটি চীনা ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে। এরূপ- সাম্পান, লিচু, লুচি। চাকু, চাকর তুর্কি শব্দ। এরূপ- উজবুক, বন্দুক, বেগম, সওগাত, কাঁচি, কাবু, লাশ, মুচলেকা, বিবি, খোকা, বাবুচি ইত্যাদি। খদ্দর, হরতাল গুজরাটি শব্দ। রিক্সা জাপানি শব্দ। এরূপ- হাসনাহেনা, ক্যারেটে, জুডো, হারিকিরি। রেস্তোরাঁ ফারসি শব্দ। এরূপ- ওলন্দাজ, দিনেমার, ক্যাফে, আঁতাত, ডিপো, কার্তুজ, কুপন, বুর্জোয়া, রেনেসাঁস ইত্যাদি।

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম মুসলমান কবি-

ক. শাহ মুহম্মদ সগীর                      খ. সাবিরিদ খান  
গ. শেখ ফয়জুল্লাহ                      ঘ. মুহম্মদ কবীর                      উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর। শাহ মুহম্মদ সগীর ছিলেন পনের শতকের কবি। ‘ইউসুফ জোলেখা’ তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। সাবিরিদ খান, শেখ ফয়জুল্লাহ ও মুহম্মদ কবীর ছিলেন ষোল শতকের কবি।

৭. মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য-

ক. ইউসুফ জোলেখা                      খ. রসুল বিজয়

গ. নূরনামা                      ঘ. শবে মেরাজ                      উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য 'ইউসুফ জোলেখা'। 'ইউসুফ জোলেখা' শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত বিখ্যাত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। 'রসুল বিজয়' কাব্যের রচয়িতা জৈনুদ্দীন। বি.দ্র. এই নামে শেখ চাঁদ ও শাহ বারিদ খান ও কাব্য রচনা করেন। 'নূরনামা' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা আবদুল হাকিম।

৮. "এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে রমনার উর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার নীচে সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি।" এর রচয়িতা-

ক. জহির রায়হান                      খ. গাফফার চৌধুরী  
গ. শামসুর রাহমান                      ঘ. মাহবুব উল আলম চৌধুরী  
উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে রমনার উর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার নীচে সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি'। -এর রচয়িতা মাহবুবুল আলম চৌধুরী। এটি ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম কবিতা। 'একুশের গল্প' ও 'আরেক ফাল্গুন' -জহির রায়হানের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম ছোটগল্প ও প্রথম উপন্যাস। আব্দুল গাফফার চৌধুরীর 'একুশে ফেব্রুয়ারি'- এর উপর লিখিত বিখ্যাত গান- 'আমার ভাইরে রক্তে রাঙানো'।

৯. মধুসূদন দত্ত রচিত 'বীরঙ্গনা'-

ক. মহাকাব্য                      খ. পত্রকাব্য  
গ. গীতিকাব্য                      ঘ. আখ্যানকাব্য                      উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'বীরঙ্গনা' (১৮৬২) একটি পত্রকাব্য। এটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম পত্রকাব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) ছিলেন বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রোহী কবি। তিনি ছিলেন প্রথম মহাকাব্য, সনেট রচয়িতা। 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক। 'মেঘনাদবধ' (১৮৬১) তাঁর বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহাকাব্য।

১০. 'রোহিণী' কোন উপন্যাসের নায়িকা?

ক. কৃষ্ণকান্তের উইল                      খ. চোখের বালি  
গ. গৃহদাহ                      ঘ. পথের পাঁচালী                      উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)- এর নায়িকা রোহিণী। এই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র- গোবিন্দলাল, ভ্রমর প্রমুখ। বিনোদিনী হলো রবি ঠাকুরের 'চোখের বালি' উপন্যাসের

নায়িকা। রবি ঠাকুরের উপন্যাস 'গৃহদাহ'-এর নায়িকা অচলা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের নায়িকা দুর্গা।

১১. নিম্নরেখ কোন শব্দে করণ কারকে শূন্য বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. ঘোড়াকে চাবুক মার  
খ. ডাক্তার ডাক  
গ. গাড়ি স্টেশন ছেড়েছে  
ঘ. মুম্বলধারে বৃষ্টি পড়ছে  
উত্তর: ক  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:  
ক. ঘোড়াকে চাবুক মার- করণে শূন্য। খ. ডাক্তার ডাক- কর্মে শূন্য। গ. গাড়ি স্টেশন ছেড়েছে- অপাদানে শূন্য।

১২. রূপসী বাংলার কবি-

ক. জসীমউদদীন                      খ. জীবনানন্দ দাশ  
গ. কালিদাস রায়                      ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত                      উত্তর: খ  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

রূপসী বাংলার কবি বলা হয় জীবনানন্দ দাশকে। এছাড়াও তাঁকে আরও বলা হয়- ধূসরতার কবি, তিমির হনের কবি, নির্জনতার কবি ইত্যাদি। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- বারাপালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮) ইত্যাদি। জসীম উদ্দীনের উপাধি- পল্লীকবি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে ছন্দের জাদুকর বলা হয়। কালিদাস রায় ছিলেন সংস্কৃত ভাষার কবি।

১৩. এক কথায় প্রকাশ করুন: 'যা বলা হয়নি'-

ক. উক্ত                      খ. অব্যক্ত  
গ. অনুক্ত                      ঘ. ব্যক্ত                      উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

এককথায় হবে- যা বলা হয় নি- অনুক্ত। যা বলা হয়েছে- উক্ত। যা প্রকাশ করা হয়নি- অব্যক্ত।

১৪. কবিগান রচয়িতা এবং গায়ক হিসেবে এরা উভয়েই পরিচিত-

ক. রাম বসু এবং ভোলা ময়রা  
খ. এন্টনি ফিরিঙ্গি এবং রামপ্রসাদ রায়  
গ. সাবিরিদ খানর এবং দাশরথী রায়  
ঘ. আলাওল এবং ভারতচন্দ্র                      উত্তর: ক  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কবিগান রচয়িতা এবং গায়ক হিসেবে রাম বসু এবং ভোলা ময়রা উভয়েই পরিচিত ছিলেন। রাম বসু, ভোলা ময়রা, গৌজলা গুই, হরু ঠাকুর, এন্টনি ফিরিঙ্গি, নিতাই বৈরাগী, কেষ্টামুচি, নীলমণি, প্রমুখ বিখ্যাত কবিগায়ক।

ছিলেন। রামপ্রসাদ সেন ছিলেন শাক্তপদাবলির আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি। ‘আমি কি দুঃখের ডরাই’- বিখ্যাত উক্তিটি রামপ্রসাদ সেনের। দাশরথী রায় পাঁচালিকার হিসেবে সর্বাধিক খ্যাত ছিল। সাবিরিদ খানের বিখ্যাতগ্রন্থ ‘বিদ্যাসুন্দর’। মধ্যযুগের অন্যতম কবি আলাওল ছিলেন আরাকান রাজ্যের রাজকবি। ‘পদ্মাবতী’, সপ্তপয়কর, সিকান্দারনামা, তোহফা ইত্যাদি আলাওলের কাব্যগ্রন্থ। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ছিলেন মধ্যযুগের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা ‘অন্নদামঙ্গল কাব্য’।

#### ১৫. বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ধারা-

ক. নাটক খ. ছোটগল্প  
গ. প্রবন্ধ ঘ. গীতিকবিতা উত্তর: ঘ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যে শ্রেণির কবিতায় কবি আপন হৃদয়ের অনুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত কামনা, বাসনা ও আনন্দবেদনা প্রাণের অন্তঃস্থল থেকে আবেগ কম্পিত সুরে অখন্ড ভাবমূর্তিতে প্রকাশ করে, সেই শ্রেণির কবিতাকে গীতি-কবিতা বলে। ইংরেজি সাহিত্যে গীতিকবিতাকে Lyric বলে। ভাবের বৈচিত্র্য ও ছন্দের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকাশ গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য। বাংলা সাহিত্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীকে গীতিকবিতার প্রবর্তক বলা হয়।

#### ১৬. কোন শব্দে ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে?

ক. ঠগী খ. পানসা  
গ. পাঠক ঘ. সেলামী উত্তর: গ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সংস্কৃত শব্দ পাঠক (পঠ+অক)- এ ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এটি একটি কৃৎ প্রত্যয়। ঠগ+ঈ = ঠগী; পানি+সা= পানসা, সেলাম + ঈ = সেলামী এ নাম শব্দের সাথে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।

#### ১৭. কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. পাষাণ খ. পাষান  
গ. পাসান ঘ. পাশান উত্তর: ক

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

শুদ্ধ বানান হলো-পাষাণ। কিছু গুরুত্বপূর্ণ শুদ্ধ বানান- রুগণ, আসক্তি, গণনা, গণিকা, শোণিত, দুর্বিষহ, নিরীক্ষণ, সংশ্লিষ্ট, সরস্বতী, শিরশ্ছেদ, দখিচি ইত্যাদি।

#### ১৮. বটতলার পুঁথি বলতে বুঝায়-

ক. মধ্যযুগীয় কাব্যের হস্তলিখিত পান্ডুলিপি  
খ. বটতলা নামক স্থানে রচিত কাব্য  
গ. দোভাষী বাংলায় রচিত পুঁথি সাহিত্য

ঘ. অবিমিশ্র দেশজ বাংলায় রচিত লোকসাহিত্যউত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:  
বটতলার পুঁথি বলতে বুঝায় দোভাষী বাংলায় রচিত পুঁথি সাহিত্য। মধ্যযুগে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে হিন্দি কবিরাজদের সঙ্গে মুসলিম শায়েরদের আবির্ভাব ঘটে। কলকাতার বটতলা নামক স্থানে অতি সস্তা কাগজে আরবি, ফারসি, হিন্দি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার মিশ্রণে এসব পুঁথি মুদ্রিত হতো বলে বটতলার পুঁথি বলা হয়। পুঁথি সাহিত্যের প্রধান কবি- ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, দানেশ, সাদ আলী প্রমুখ।

#### ১৯. বাগধারা যুগলদের মধ্যে কোন জোড়া সর্বাধিক সমার্থক?

ক. অমাবস্যার চাঁদ; আকাশ কুসুম  
খ. বক ধার্মিক; বিড়াল তপস্বী  
গ. রুই-কাতলা; কেউ কেউ  
ঘ. বক ধার্মিক; ভিজে বেড়াল উত্তর: খ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বক ধার্মিক (ভড) ও বিড়াল তপস্বী (ভড) বাগধারা দুইটি অর্থ একই। অমাবস্যার চাঁদ (অদৃশ্য বস্তু), আকাশ-কুসুম (অসম্ভব কল্পনা), রুই-কাতলা (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ), কেউ কাটা (সামান্য), ভিজে বেড়াল (কপটচারী)।

#### ২০. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন প্রধানত-

ক. ভাষাতত্ত্ববিদ খ. সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা  
গ. ইসলাম প্রচারক ঘ. সমাজ সংস্কারক উত্তর: ক

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ছিলেন প্রধানত ভাষাতত্ত্ববিদ, গবেষক, বহুভাষাবিদ, অধ্যাপক, লেখক ও সম্পাদক। তাঁর রচিত গ্রন্থ- বাংলা সাহিত্যের কথা, বৌদ্ধ মর্মবাদী গান, ভাষাতত্ত্ব: ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত ইত্যাদি। তাঁর অমরকীর্তি বাংলাদেশের ‘আঞ্চলিক ভাষার অভিধান’ (বাংলা একাডেমি) সম্পাদনা। তিনি শিশু পত্রিকা ‘আঙ্গুর’ ও সম্পাদনা করেন।

#### ২১. ‘মোদের গরব, মোদের আশা/আ মরি বাংলা ভাষা’ রচয়িতা-

ক. রামনিধি গুপ্ত খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
গ. অতুল প্রসাদ সেন ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত উত্তর: গ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘মোদের গরব, মোদের আশা/আ-মরি বাংলা ভাষা’-এর রচয়িতা অতুল প্রসাদ সেন। রামনিধি গুপ্ত বাংলা টপ্পা

গানের জনক। তার ডাক নাম নিধুবাবু। তাঁর বিখ্যাত চরণ- ‘নানান দেশের নানান ভাষা বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা।’ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) হলেন বাংলা সাহিত্যের দিকপাল। তিনি ‘গীতাঞ্জলি (১৯৭৩) কাব্যের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের যাদুকর বলে।

## সামরিক ভূমি ও

### ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

পদের নাম: সহকারী শিক্ষক

পরীক্ষার তারিখ: ০৮.০৯.২০২৩

১. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক ‘বর্ণচোরা’ এর রচয়িতা কে?

ক. শওকত আলী

খ. আমজাদ হোসেন

গ. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ

ঘ. নীলিমা ইব্রাহীম

উ: গ

**we''vevwo** ▶ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক ‘বর্ণচোরা’ এর রচয়িতা নাট্যকার মমতাজ উদ্দিন আহমেদ। এরূপ- কী চাহ শঙ্খচিল, স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, বকুলপুরের স্বাধীনতা ইত্যাদি। ‘যে অরণ্যে আলো নেই’ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটকের রচয়িতা নীলিমা ইব্রাহীম। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস ‘যাত্রা’ এর রচয়িতা শওকত আলী।

২. আ + ঙ = এ -এ নিয়মের বাহিরে কোনটি?

ক. মহেশ

খ. রমেশ

গ. ঢাকেশ্বরী

ঘ. গণেশ

উ: ঘ

**we''vevwo** ▶ ‘আ + ঙ = এ’ এ নিয়মের বাইরের উদাহরণ হলো গণেশ = গণ + ঙশ। সন্ধির নিয়মানুসারে- অ/আ + ই/ঙ = এ হয়। যেমন:

\* মহা + ঙশ = মহেশ

\* রমা + ঙশ = রমেশ

\* ঢাকা + ঙশ্বরী = ঢাকেশ্বরী

\* যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট

\* পরম + ঙশ = পরমেশ ইত্যাদি

৩. বাংলা ভাষায় রীতি কয়টি?

ক. একটি

খ. দুইটি

গ. তিনটি

ঘ. চারটি

উ: খ

**we''vevwo** ▶ বাংলা ভাষায় রূপ রয়েছে দুটি।

যথা- মৌখিক বা কথ্য এবং লৈখিক বা লেখ্য রীতি।

মৌখিক রীতি আবার দু প্রকার। যথা: চলিত কথ্য রীতি

এবং আঞ্চলিক কথ্য রীতি। লেখ্য রীতিও দুই প্রকার।

যথা: চলিত রীতি ও সাধুরীতি।

৪. ‘চৌ-হদ্দি’ মিশ্র শব্দটি কোন কোন ভাষার শব্দের মিলনে গঠিত হয়েছে?

ক. হিন্দি + আরবি

খ. ফারসি + আরবি

গ. বাংলা + ফারসি

ঘ. তৎসম + ফারসি

উ: খ, গ

**we''vevwo** ▶ ‘চৌ-হদ্দি’ শব্দটি ফারসি-আরবি শব্দের মিশ্রণে গঠিত। (নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণ বই-পুরাতন)। অন্যদিকে আধুনিক বাংলা অভিধান অনুযায়ী ‘চৌ-হদ্দি’ শব্দটি বাংলা-ফারসি শব্দের মিশ্রণে গঠিত। তৎসম-ফারসি শব্দের উদাহরণ- রাজা-বাদশা। ফারসি-আরবি শব্দের উদাহরণ হলো তাজমহল।

৫. ধনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?

ক. বাক্স > বাস্ক

খ. মোজা > মুজো

গ. মুড়া > মুড়ো

ঘ. দেশি > দিশি

উ: ক

**we''vevwo** ▶ ধনি বিপর্যয়ের উদাহরণ বাক্স (ইংরেজি) > বাস্ক (বাংলা)। শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জননের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধনি বিপর্যয় বলে। যেমন: রিক্সা (জাপানি) > রিস্কা (বাংলা), পিচাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল ইত্যাদি। মোজা > মুজো হলো অন্যান্য স্বরসঙ্গতির উদাহরণ। মুড়া > মুড়ো হলো চলিত বাংলায় প্রগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ। দেশি > দিশি হলো পরাগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ।

৬. কোন বর্গীয় বর্ণের সংঙ্গে যুক্ত ‘ন’ কখনও ‘ণ’ হয় না?

ক. ক-বর্গীয়

খ. চ-বর্গীয়

গ. ত-বর্গীয়

ঘ. প-বর্গীয়

উ: গ

**we''vevwo** ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 'ন' কখনো 'ণ' হয় না। যেমন: অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন ইত্যাদি।

৭. একই সূত্রের বাইরের সন্ধি কোনটি?

ক. অভ্যুত্থান

খ. অগ্ন্যুৎপাত

গ. অতুচ্চ

ঘ. অতীত

উ: ঘ

**we''vevwo** একই সূত্রের বাইরের সন্ধির শব্দ অতীত (অতি + ইত)। সন্ধির সূত্রানুসারে, ই/ঈ + ই/ঈ = ঈ হয়। যেমন: অতি + ইত = অতীত, পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা। সন্ধির সূত্রানুসারে- ই/ঈ + অন্যস্বর = য-ফলা হয়। যেমন:

\* অভি + উত্থান = অভ্যুত্থান

\* অগ্নি + উৎপাত = অগ্ন্যুৎপাত

\* অতি + উচ্চ = অতুচ্চ ইত্যাদি

৮. 'পত্নী' অর্থে ব্যবহৃত স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?

ক. ছাত্রী

খ. দাদী

গ. আয়া

ঘ. সৎমা

উ: খ

**we''vevwo** 'পত্নী' অর্থে ব্যবহৃত স্ত্রীবাচক শব্দ হলো দাদী। এর পুরুষ বাচক শব্দ দাদা। 'ছাত্রী' সাধারণ স্ত্রী জাতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পুরুষ বাচক অর্থ ছাত্র। আয়া, সৎমা হলো নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ। এরূপ- সতীন, সধবা, ডাইনি, এয়ো, বাইজী ইত্যাদি।

৯. উক্তি-এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

ক. বচ্-ক্ত

খ. বচ্-উক্তি

গ. বচ্-ক্তি

ঘ. বচ্-তি

উ: গ

**we''vevwo** সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ের বিশেষ নিয়মে গঠিত শব্দ 'উক্তি' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় হলো √বচ্ + ক্তি। সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ের বিশেষ নিয়মানুযায়ী, 'চ' এবং 'জ' স্থলে 'ক' হয়। যেমন- √মুচ্ + ক্তি = মুক্তি, √ভজ্ + ক্তি = ভক্তি।

১০. কোন দ্বিরুক্তি ধন্যাত্মক?

ক. শন-শন

খ. শীত-শীত

গ. পড়ো-পড়ো

ঘ. হাতে-নাতে

উ: ক

**we''vevwo** ধন্যাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ শন-শন। কোনো কিছু স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতি বিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধন্যাত্মক শব্দ বলে। ধন্যাত্মক শব্দ দুবার ব্যবহারের নাম ধন্যাত্মক দ্বিরুক্তি। যেমন: মানুষের উচ্চতর কান্নার ধনি- ভেউ ভেউ। যেমন: বিড়ালের ডাক- মিউ মিউ, কোকিলের ডাক- কুহু কুহু। কিছু ধন্যাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ- কুটকুট, কোঁত কোঁত, ঢং ঢং, শৌ শৌ, হিস হিস ইত্যাদি। শীত-শীত (সামান্য বোঝাতে) একটি পদের পুনরাবৃত্ত বা দ্বিত্ব। বিভক্তিয়ুক্ত পদের দুইবার ব্যবহারকে পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলে। যেমন: পড়ো পড়ো, হাতে নাতে, ভয়ে ভয়ে, হাটে হাটে ইত্যাদি।

১১. কোনটি প্রাদি ও অব্যয়ীভাব এই উভয় সমাসই হয়?

ক. পরিভ্রমণ

খ. প্রভাব

গ. অতিমানব

ঘ. উদ্বেল

উ: ক

**we''vevwo** 'পরিভ্রমণ' শব্দটি প্রাদি ও অব্যয়ীভাব এই উভয় সমাসই হয়। পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন: পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে (পরি) : পরি যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ, এরূপ পরিপূর্ণ। সামীপ্য (উপ): কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ; কূলের সমীপে = উপকূল ইত্যাদি। অতিক্রান্ত (উৎ) : বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল।

প্র, প্রতি, অণু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে প্রাদিসমাস বলে। যেমন: পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ, প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন, প্র (প্রকৃষ্ট) যে ভাব = প্রভাব।

[বি.দ্র. প্রাদি সমাস মূলত অব্যয়ীভাব সমাসের বৈচিত্র্য। তবে প্রাদি সমাসকে প্রাদি তৎপুরুষ সমাসও বলা হয়।]

# সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস

পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক

পরীক্ষার তারিখ: ০৮.০৯.২০২৩

## ১. বিখ্যাত কবিতা 'বড় কে' এর কবি কে?

ক. হরিশচন্দ্র মিত্র খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গ. যতীন্দ্রনাথ বাগচী ঘ. কামিনী রায়

উ: ক

**we''vevwo** বিখ্যাত কবিতা 'বড় কে' এর কবি হরিশচন্দ্র মিত্র (১৮৩৭-১৮৭২)। হরিশচন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- হাস্যরসতরঙ্গিনী (১৮৬২), বিধবা বঙ্গললনা (১৮৬৩), বঙ্গবালা (১৮৬৮), রামায়ণ (১৮৬৯), নির্বাসিতা সীতা (১৮৭১)। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) বিখ্যাত কাব্য সবিতা (১৯০০), বেনু ও বীণা (১৯০৬), ফুলের ফসল (১৯১১), কুহু ও কেকা (১৯২২)। যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮) এর বিখ্যাত কবিতা 'কাজলা দিদি'। কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) এর বিখ্যাত কবিতা- পরার্থে, পাছে লোকে কিছু বলে।

## ২. ব্রিটিশ আমলে মুসলমানদের মহিমা, তত্ত্ব, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রকৃতি বিষয় কোন সংবাদপত্রে আলোচনা হত?

ক. সুধাকর খ. মিহির

গ. হাফেজ ঘ. সবকটি

উ: ঘ

**we''vevwo** সুধাকর (১৮৮৯), মিহির (১৮৯২), হাফেজ (১৮৯৭) সবকটি সংবাদপত্রে মুসলমানদের মহিমা, তত্ত্ব, জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। সুধাকর, মিহির, হাফেজ সংবাদপত্রের সম্পাদক শেখ আব্দুর রহিম।

## ৩. বাংলা সমবেত কণ্ঠ সংগীতের প্রবর্তক কে?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. নজিবর রহমান

গ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঘ. মীর মশাররফ হোসেন

উ: গ

**we''vevwo** বাংলা সমবেত কণ্ঠ সংগীতের প্রবর্তক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। তাঁর বিখ্যাত নাটক-শাহজাহান (১৯০৯)। এই নাটকের

বিখ্যাত গান 'ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'। বাংলাদেশে জাতীয় সংগীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বাংলাদেশের রণ সংগীতের রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩) এর বিখ্যাত উপন্যাস- আনোয়ারা (১৯১৪)। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) এর বিখ্যাত উপন্যাস 'বিষাদ সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১)।

## ৪. 'শিয়ালের যুক্তি' বাগধারাটির অর্থ কি?

ক. পাণ্ডিত্য কথা খ. অকেজো যুক্তি

গ. দীর্ঘ প্রত্যাশা ঘ. গুরুতর যুক্তি

উ: খ

**we''vevwo** 'শিয়ালের যুক্তি' বাগধারাটির অর্থ অকেজো যুক্তি।

বাগধারা	অর্থ
শিয়ালের যুক্তি	অকেজো যুক্তি
অমাবস্যার চাঁদ	দুর্লভ বস্তু
একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্যের বিষয়
কাক-ভূষাণ্ডি	দীর্ঘায়ু ব্যক্তি
কচুবনের কালাচাঁদ	অপদার্থ

## ৫. 'পাহাড়' বিশেষ্য পদের বিশেষণ রূপ কোনটি?

ক. পাহাড়িয়া খ. পাহাড়ে

গ. পাহাড়ী ঘ. সব কয়টি

উ: ঘ

**we''vevwo** 'পাহাড়' শব্দের বিশেষণ রূপ- পাহাড়ী, পাহাড়ে, পাহাড়িয়া।

বিশেষ্য	বিশেষণ
পাহাড়	পাহাড়ী, পাহাড়ে, পাহাড়িয়া
ইচ্ছা	ঐচ্ছিক
জীবন	জীবনী
সন্ধ্যা	সান্ধ্য
লবণ	লবণাক্ত

## ৬. 'উত্তীর্ণ' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক. উৎ+তীর্ণ খ. উত+তীর্ণ

গ. উদ+তীর্ণ ঘ. কোনোটিই নয়

উ: ক

**we''vevwo** উত্তীর্ণ = উৎ + তীর্ণ। ৎ (ত) যুক্ত কতকগুলো বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি হলো: উত্থান =

উৎ + থান, উত্থাপন = উৎ + স্থাপন। ত ও দ এর পর জ ও ঝ থাকলে এরস্থানে জ হয়। যেমন- উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল। ত ও দ এর পর ল থাকলে ত ও দ এর স্থলে ল হয়। যেমন- উৎ + লাস = উল্লাস। ত ও দ এর পর ড থাকলে ত ও দ এর স্থলে ড হয়। যেমন- উৎ + ডীন = উড্ডীন।

#### ৭. নিচের কোন শব্দটি যৌগিক শব্দের উদাহরণ?

ক. মিতালি                      খ. জ্যাঠামি  
গ. ডাকাতি                    ঘ. কোনোটিই নয়                      উ:  
ক

**we''vevwo** কতকগুলো যৌগিক শব্দের উদাহরণ- মিতালি, মধুর, পাঠক, গায়ক, কর্তব্য, বাবুয়ানা, দৌহিত্র, চিকামারা। ডাকাতি শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় = ডাকাত + ই। জ্যাঠামি শব্দটি সন্ধিসাধিত। যথা: জ্যাঠা + আমি।

#### ৮. 'আসামী' কোন ভাষার শব্দ?

ক. পর্তুগিজ                      খ. আরবি  
গ. ফারসি                      ঘ. তুর্কি                      উ:  
খ

**we''vevwo** 'আসামী' আরবি শব্দ। আরো কিছু আরবি শব্দের উদাহরণ: আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, আদালত, আলেম, উকিল ইত্যাদি। কতকগুলো পর্তুগিজ শব্দ: আনারস, আলপিন, আলমারি, গুদাম ইত্যাদি। ফারসি শব্দ: নামাজ, রোজা, ফেরেশতা, আইন, কারখানা, জবানবন্দি। কতকগুলো তুর্কি শব্দ: চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা ইত্যাদি।

#### ৯. ঘোষীভবনের উদাহরণ কোনটি?

ক. শাক > শাগ                      খ. পুকুর > পুখুর  
গ. কাঠ > কাট                      ঘ. বাবু > বাপু                      উ:  
ক

**we''vevwo** ঘোষীভবনের উদাহরণ: শাক > শাগ। কোনো অঘোষ ধ্বনি যখন কাছাকাছি কোন ঘোষধ্বনির প্রভাবে তথা বিনা কারণেই ঘোষধ্বনিতে পরিণত হয় তাকে ঘোষীভবন বলে। আরো কিছু ঘোষীভবনের উদাহরণ: কাক > কাগ, বক > বগ, কাঠ গড়া > কাডগড়া ইত্যাদি। অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হলে, তাকে মহাপ্রাণীভবন বলে। যেমন: পুকুর > পুখুর, দূর > ধূর ইত্যাদি। শব্দ মধ্যস্থিত

মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হলে তাকে ক্ষীণায়ন বলে। যেমন: পাঁঠা > পাঁটা, কাঠ > কাট ইত্যাদি। ঘোষ বর্ণ অঘোষ বর্ণে পরিণত হলে তাকে অঘোষীভবন বলে। যেমন: বড় ঠাকুর > বটঠাকুর, বাবু > বাপু ইত্যাদি।

#### ১০. নিচের শব্দগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রম কোনটি?

ক. চীন                      খ. শ্রীলঙ্কা  
গ. মালদ্বীপ                      ঘ. গ্রিস                      উ:  
ঘ

**we''vevwo** শব্দগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রম হলো গ্রিস। বিভিন্ন দেশের নাম ও বিদেশি শব্দে সর্বদা 'ই'-কার হবে। তবে কিছু দেশের বানানে 'ঈ' কার ব্যবহার হবে। যেমন- চীন, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ।

#### ১১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কয়টি খন্ড রয়েছে?

ক. ১১টি                      খ. ১৩টি  
গ. ১৫টি                      ঘ. ১৬টি                      উ:  
খ

**we''vevwo** 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে ১৩টি খণ্ড রয়েছে। এ গ্রন্থটির লেখক বড়ু চণ্ডীদাস। এ গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন বসন্তরঞ্জন রায়। এ গ্রন্থটি ১৯০৯ সালে (১৩১৬ ব.) দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের গোয়ালের মাচার ওপর থেকে উদ্ধার করা হয়। এ কাব্যটির অন্য নাম শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। এ গ্রন্থটি ১৯১৬ (১৩২৩ ব.) 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে প্রকাশ করা হয়। এ গ্রন্থের চরিত্র: রাধা, কৃষ্ণ, ও বড়ায়ি (রাধা কৃষ্ণের প্রেমের দূতি)।

#### ১২. অনুদিত গ্রন্থ 'পদ্মাবতী' এর মূলগ্রন্থের নাম কী?

ক. পদুমাবৎ                      খ. মৈনাসত  
গ. মধুমালত                      ঘ. হফতউবতী                      উ:  
ক

**we''vevwo** অনুদিত গ্রন্থ পদ্মাবতী (১৬৪৮) এর মূল গ্রন্থের নাম 'পদুমাবৎ'। পদ্মাবতী কাব্যের অনুবাদক মহাকবি আলাওল। এই কাব্যটি মালিক মুহাম্মদ জায়সীর হিন্দি 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে রচিত। আলাওলের অন্যান্য গ্রন্থ: হণ্ডপয়কর, সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামান, সিকান্দার নামা, তোহফা ইত্যাদি।

#### ১৩. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা 'বুকের ভিতর আগুন' এর রচয়িতা কে?

ক. বেগম নুরজাহান                      খ. সেলিনা হোসেন

গ. জাহানারা ইমাম      ঘ. নীলিমা ইব্রাহিম      উ:  
গ

**we''vevwo** ▶ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা 'বুকের ভিতর আগুন' এর রচয়িতা জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪)। তার অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা- একাত্তরের দিনগুলি, বিদায় দে মা ঘুরে আসি ইত্যাদি। বেগম নুরজাহানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ- একাত্তরের কথামালা। সেলিনা হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ- হাঙর নদী ধেনেড। নীলিমা ইব্রাহিমের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ- আমি বীরঙ্গনা বলছি।

**১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কোন রচনা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বন্দীদের প্রতি উৎসর্গ করেন?**

ক. পূর্ববী      খ. বসন্ত  
গ. কালের যাত্রা      ঘ. চার অধ্যায়      উ:  
ঘ

**we''vevwo** ▶ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বন্দীদের প্রতি উৎসর্গ করেন। চার অধ্যায় উপন্যাসের চরিত্র: অতিন, এলা, ইন্দ্রনাথ। চার অধ্যায় (১৯৩৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ উপন্যাস। এটি বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত একটি বিয়োগান্ত প্রেমের উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যান্য উপন্যাস: করুণা, রাজর্ষি, নৌকাডুবি, ঘরে বাইরে, চতুর্ঙ্গ, যোগাযোগ, দুই বোন ইত্যাদি। 'পূর্ববী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ। এটি তিনি আর্জেন্টিনার কবি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পকে উৎসর্গ করেন। 'বসন্ত' রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য। এটি তিনি কাজী নজরুলকে উৎসর্গ করেন। 'কালের যাত্রা' রবীন্দ্রনাথের নাটক। এটি তিনি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন।

**১৫. 'পঞ্চম হইতে দশম বর্গীয় বালক' এর এক কথায় প্রকাশ-**

ক. কুমার      খ. কুলক  
গ. পরিমল      ঘ. সমা

**we''vevwo** ▶ সঠিক উত্তর নেই। সঠিক উত্তরটি হলো: পঞ্চম হইতে দশম বর্গীয় বালক- অপোগণ্ড। কিছু গুরুত্বপূর্ণ এক কথায় প্রকাশ:

- \* অনেকের মধ্যে একজন- অন্যতম
- \* মৃতের মতো অবস্থান যার- মূর্মূরু
- \* কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী- কর্মঠ
- \* ইতিহাস রচনা করেন যিনি- ঐতিহাসিক

**১৬. 'এমন কথা মুখে আনতে নেই' বাক্যে মুখ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?**

ক. বাগযন্ত্র      খ. তিরস্কার  
গ. মদন      ঘ. অমঙ্গল      উ:  
ঘ

**we''vevwo** ▶ 'ওমন কথা মুখে আনতে নেই' বাক্যে 'মুখ' শব্দটি অমঙ্গল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'মুখ' শব্দযোগে আরো কিছু উদাহরণ হলো-

- \* এ ছেলে বংশের মুখ রক্ষা করবে- সম্মান বাঁচানো
- \* শুধু শুধু ছেলোটাকে মুখ করছ কেন?- গালমন্দ করা
- \* এবার গিল্লীর মুখ ছুটেছে- গালিগালাজের আরম্ভ
- \* টক খেয়ে মুখ ধরে আসছে- মুখের স্বাদ নষ্ট হওয়া

**১৭. মহাবিশ্বের মূল কথা হলো (.....) বাহুর মধ্যে এক। বাক্যের বন্ধনী চিহ্নিত স্থানে কোন ছেদ চিহ্ন বসবে?**

ক. হাইফেন (-)      খ. কোলন (:)  
গ. কমা (,)      ঘ. সেমিকোলন (;)      উ:  
খ

**we''vevwo** ▶ মহাবিশ্বের মূল কথা হলো (.....) বাহুর মধ্যে এক। এই বাক্যের বন্ধনী স্থানে কোলন (:) বসবে। একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ- সভায় সাব্যস্ত হলো: একমাস পরে নতুন সভাপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইফেন ব্যবহার হয়। যেমন: এ আমাদের শ্রদ্ধা-অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি-উপহার। সম্বোধনের পরে কমা বসে। যেমন: রশিদ, এদিকে এসো। বাক্য পাঠকালে সুস্পষ্টতা বা অর্থ বিভাগ দেখানোর জন্য যেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন, সেখানে কমা বসে। যেমন: সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে। কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে সেমিকোলন বসে। যথা: সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ আমরা; এ মায়ার বাঁধন কি সত্যিই দুঃস্থদ্য?

**১৮. নিচের কোনটি উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?**

ক. পুরুষসিংহ      খ. মনমাবি



গ. ক্রোমাদল

ঘ. শঙ্খধবল

উ:

ঘ

**we''vevwo** ▶ ‘শঙ্খধবল’ উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ। এর ব্যাসবাক্য হবে- শঙ্খের ন্যায় ধবল। আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ- তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র, অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা। পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ। এটি উপমিত কর্মধারয় সমাস। মনরূপ মাঝি = মনমাঝি। এটি রূপক কর্মধারয় সমাস। ক্রোধানল = ক্রোধ রূপ অনল। এটিও রূপক কর্মধারয় সমাস।

### ১৯. নাস্তর্ক এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক. ন+অস্তি+অর্থ

খ. নি+অস্তা+অর্থ

গ. নস্তি+অনর্থ

ঘ. নাস+অর্থক

উ:

**we''vevwo** ▶ নোট: প্রশ্নে ভুল আছে। নাস্তর্ক এর জায়গায় নঞর্থক (নঞ+অর্থক = নঞর্থক) হবে।

### ২০. চর্যাপদের প্রবাদ বাক্য কয়টি?

ক. ৫টি

খ. ৭টি

গ. ৬টি

ঘ. ৮টি

উ:

গ

**we''vevwo** ▶ চর্যাপদের প্রবাদ বাক্য-৬টি। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়- ১৯০৭ সালে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী- ১৮৯৭, ১৮৯৮ এবং ১৯০৭ সালে নেপালে গিয়ে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯১৬ সালে চর্যাপদ প্রকাশিত হয়। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের মোট পদ ৫০টি এবং ড. সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদের মোট পদ ৫১টি। চর্যাপদের প্রবাদবাক্য ৬টি হলো:

\* অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী (৬ নং পদ- ভুসুকুপা)।

\* হাথে রে কাঙ্গাণ মা লোউ দাপণ (৩২ নং পদ- সরহপা)।

\* হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেসী (৩৩ নং পদ- ঢেগুনপা)।

\* দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামায় (৩৩ নং পদ- ঢেগুনপা)।

\* বর সুট গোহালী কিমো দুঠ বলন্দেঁ (৩৯ নং পদ- সরহপা)।

\* অণ চাহন্তে আণ বিণঠা (৪৪ নং পদ- কঙ্কণপা)।

### ২১. নিচের কোন চর্যাকর বাঙ্গালী কবি হিসেবে পরিচিত নন?

ক. শবরপা

খ. ভুসুকুপা

গ. লুইপা

ঘ. সরহপা

উ:

ঘ

**we''vevwo** ▶ চর্যাকর সরহপা বাঙালি কবি হিসেবে পরিচিত নন। সরহপা রচিত পদের সংখ্যা- ৪টি।

চর্যাপদ ছাড়াও তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দৌহাকোষ রচনা করেন। শবর পা রচিত পদ ২টি। তিনি একজন বাঙালি কবি। ভুসুকুপা রচিত পদ ৮টি। তিনি একজন বাঙালি কবি। লুইপা চর্যাপদের প্রথম পদের রচয়িতা। তার রচিত পদ ২টি। তিনিও একজন বাঙালি কবি।

### ২২. ‘নিরঞ্জনের উষ্মা’ কবিতাটি কোন কাব্যের অংশ বিশেষ?

ক. প্রাকৃত পৈঙ্গল

খ. সেক ও সোদহা

গ. শূন্য পুরাণ

ঘ. কোনটিই নয়

উ:

গ

**we''vevwo** ▶ ‘নিরঞ্জনের উষ্মা’ কবিতাটি শূন্যপুরাণ কাব্যের অংশ বিশেষ। শূন্যপুরাণ কাব্য রচনা করেন রামাই পণ্ডিত। শূন্যপুরাণ কাব্যটি মোট ৫১টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ত্রয়োদশ শতকের সাহিত্যকর্ম শূন্যপুরাণ। প্রাকৃত পৈঙ্গল অন্ধকার যুগের প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন। সেক শুভোদয়া রচনা করেন হলায়ুধ মিশ্র। সেক শুভোদয়া ২৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

### ২৩. নাথ গীতিকা ‘ময়নামতির গান’ এর রচয়িতা নাম কি?

ক. ভবানী দাস

খ. শুকুর মহাম্মদ

গ. নারায়ন দাস

ঘ. নয়াচাঁদ ঘোষ

উ:

খ

**we''vevwo** ▶ নাথ গীতিকা ‘ময়নামতির গান’ এর রচয়িতা ভবানী দাস। ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত ২য় নাথ গীতিকা। রাজা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দ চন্দ্র মাসের নির্দেশে যৌবনে দুই নব পরিণীতা বধুকে রেখে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। যার কাহিনীকে ঘিরেই ‘নাথ গীতিকা’। ‘গোপীচাঁদের সন্ন্যাস’ এর রচয়িতা শুকুর মুহাম্মদ বা মাহমুদ। ‘চন্দ্রাবতী’ গীতিকার রচয়িতা নয়াচাঁদ ঘোষ।

২৪. 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামক মুদ্রিত  
গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক. ইউরিয়াম কেরী      খ. হেনরী লুই  
গ. দোম অ্যান্টোনিও      ঘ. হেনরী পিটস      উ:  
গ

**we''vevwo** ▶ ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ  
নামক মুদ্রিত গ্রন্থের রচয়িতা দোম অ্যান্টোনিও। এটি  
বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। উইলিয়াম কেরীর  
বাংলা ভাষার কথ্য রীতির প্রথম গ্রন্থ কথোপকথন  
(১৮০১)। হেনরী লুই ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতা।

২৫. বিখ্যাত প্রবন্ধ 'তরুণের বিদ্রোহ' এর প্রাবন্ধিকের  
নাম কি?

ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী  
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
গ. কাজী নজরুল ইসলাম  
ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়      উ:  
ঘ

**we''vevwo** ▶ বিখ্যাত প্রবন্ধ 'তরুণের বিদ্রোহ' এর  
প্রাবন্ধিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের  
অন্যান্য প্রবন্ধ- নারীর মূল, স্বদেশ ও সাহিত্য।  
মোতাহের হোসেন চৌধুরীর গদ্যগ্রন্থ- সংস্কৃতি কথা,  
সভ্যতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ- কালান্তর, পঞ্চভূত,  
সভ্যতার সংকট ইত্যাদি। কাজী নজরুল ইসলামের  
প্রবন্ধ- রাজবন্দীর জবানবন্দী, যৌবনের গান, যুগবাণী,  
দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্রমঙ্গল ইত্যাদি।

## বেসামরিক

### বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

পদের নাম: এরোড্রাম কর্মকতা

পরীক্ষার তারিখ: ২৮.০৭.২০২৩

১. সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য কী?

ক. মনোরঞ্জন করা  
খ. সৌন্দর্য সৃষ্টি করা  
গ. লেখকের প্রতিষ্ঠা  
ঘ. সমাজের সমালোচনা করা      উ:  
খ

**we''vevwo** ▶ সাহিত্যের প্রধান কাজ বা লক্ষ্য হচ্ছে  
সৌন্দর্য সৃষ্টি করা। সাহিত্যকে যে কোনো জাতির  
দর্পণ বা আয়না বলা হয়। কারণ সাহিত্যের মধ্যে  
দিয়ে যেকোনো জাতির অতীত, বর্তমান বা  
ইতিহাস জানা যায়। এজন্যই প্রথম চৌধুরী তাঁর  
'সাহিত্য খেলা' প্রবন্ধে বলেছেন, সাহিত্যের  
উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো; আনন্দদান করা,  
শিক্ষাদান করা নয়।

২. 'Lyric' শব্দের প্রতিশব্দ-

ক. সংগীত      খ. সুর  
গ. গান      ঘ. গীত কবিতা      উ:  
ঘ

**we''vevwo** ▶ Lyric শব্দের পরিভাষা বা প্রতিশব্দ  
গীতি কবিতা। সংগীত = Melody/Music।  
গান = song/Lyric. সুর = Tune/Melody/  
Music।

৩. কাজী নজরুল ইসলাম এর প্রথম প্রকাশিত  
কাব্যগ্রন্থ-

ক. বিশেষ বাঁশি      খ. চক্রবাক  
গ. অগ্নিবীণা      ঘ. বিদ্রোহী      উ:  
গ

**we''vevwo** ▶ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল  
ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা'  
(১৯২২) এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা  
প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, মা, আগমণী, ধূমকেতু,  
কামালপাশা, আনোয়ার ইত্যাদি। কাজী নজরুল  
ইসলামের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ বিষের বাঁশি,  
(১৯২৪), ভাঙার গান (১৯২৪), সাম্যবাদী  
(১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), ফণি-মনসা  
(১৯২৭), সন্ধ্যা (১৯২৯) ইত্যাদি। কাজী নজরুল  
ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম 'বাউন্ডেলের  
আত্মকাহিনী'। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম  
'মুক্তি'। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম  
'বাঁধন-হারা' (১৯২৭)। তাঁর প্রথম প্রকাশিত  
নাটকের নাম 'ঝিলিমিলি'। তাঁর প্রথম প্রকাশিত  
প্রবন্ধগ্রন্থের নাম 'যুগবাণী' (১৯২২)।

৪. কাঁটা হেরি ক্ষ্যান্ত কেন ..... তুলিতে।

ক. কুসুম	খ. পুষ্প	
গ. কমল	ঘ. গোলাপ	উ:
গ		

**we''vevwo** ▶ ‘কাটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল  
তুলিতে/দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?  
উক্তিটির রচয়িতা কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। তাঁর  
আরেকটি বিখ্যাত উক্তি- ‘কেন পাহু ক্ষান্ত হও হেরি  
দীর্ঘ পথ/উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ।’

#### ৫. নিচের কোনটি একটি স্বরবর্ণ?

ক. গ	খ. ত	
গ. এ	ঘ. ম	উ:
গ		

**we''vevwo** ▶ ‘এ’ একটি স্বরবর্ণ। বাংলা ভাষায়  
স্বরবর্ণের সংখ্যা ১১টি। যথা- অ, আ, ই, ঈ, উ,  
ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ। গ, ত, ম হলো বাংলা  
ব্যঞ্জনবর্ণের উদাহরণ। ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৩৯টি।  
বাংলা ভাষায় মৌলিক ধ্বনির সংখ্যা ৩৭টি।  
মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি।

#### ৬. মীর মোশাররফ হোসেন এর ছদ্মনাম-

ক. গাজী মিয়া	খ. বীরবল	
গ. যাযাবর	ঘ. বনফুল	উ:
ক		

**we''vevwo** ▶ মীর মশাররফ হোসেনের ছদ্মনাম  
হলো গাজী মিয়া। প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম হলো  
বীরবল। বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম হলো  
যাযাবর। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম হলো  
বনফুল।

#### ৭. শওকত ওসমান রচিত গ্রন্থ-

ক. নেকড়ে অরণ্য	খ. যাত্রা	
গ. কালো ঘোড়া	ঘ. ফেরারী ডায়েরী	উ:
ক		

**we''vevwo** ▶ কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের  
(প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান) রচিত  
উপন্যাস গ্রন্থ ‘নেকড়ে অরণ্য’ (১৯৭৩), তাঁর  
অন্যান্য উপন্যাস হলো- ক্রীতদাসের হাসি  
(১৯৬২), চৌরসন্ধি (১৯৬৮), জাহান্নাম হইতে  
বিদায় (১৯৭১), দুই সৈনিক (১৯৭৩), জলাংগী

(১৯৮৬) ইত্যাদি। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস  
‘কালো ঘোড়া’ (১৯৮৩) এর রচয়িতা ইমদাদুল  
হক মিলন। ‘যাত্রা’ উপন্যাসটির রচয়িতা শওকত  
আলী। ‘ফেরারী ডায়েরী’ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থের  
লেখক আলাউদ্দিন আল আজাদ।

#### ৮. কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ‘ঐ’ ধ্বনির সৃষ্টি হয়?

ক. অ এবং ই	খ. ও এবং ই	
গ. উ এবং ই	ঘ. এ এবং ই	উ:
ক		

**we''vevwo** ▶ ‘অ’ এবং ‘ই’ স্বরের মিলিত ধ্বনিতে  
যৌগিক স্বরধ্বনি ‘ঐ’ তৈরি হয়। আর ‘অ’ এবং ‘উ’  
ধ্বনির মিলনে তৈরি হয় যৌগিক ধ্বনি ‘ঔ’।  
পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের  
সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত  
হওয়াকে যৌগিক স্বর বা দ্বি-স্বর ধ্বনি বলা হয়।  
বাংলায় পঁচিশটি যৌগিক স্বরধ্বনি রয়েছে। তবে  
যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ মাত্র দুটি যথা- ঐ, ঔ।

#### ৯. কোনটি শুদ্ধ বানান?

ক. শ্রাবন	খ. শ্রাবণ	
গ. শ্রাবন	ঘ. শ্রাবণ	উ:
খ		

**we''vevwo** ▶ শুদ্ধ বানান হলো শ্রাবণ। কিছু শুদ্ধ  
বানান হলো- পরিষেবা, মুমূর্ষু, শুশ্রূষা,  
স্বায়ত্তশাসন, করায়ত্ত, রাষ্ট্রায়ত্ত, সরস্বতী,  
নীহারিকা, ব্রাহ্মণ, মহত্ত্ব, স্বাপদ, সন্ন্যাসী  
ইত্যাদি।

#### ১০. ‘জমানো’ শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ-

ক. জমান+ও	খ. জমা+ন	
গ. জমা+নো	ঘ. জমা+আনো	উ:
ঘ		

**we''vevwo** ▶ ‘জমানো’ শব্দটি আসলে প্রত্যয়জাত  
শব্দ। শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় হলো জমা+আনো =  
জমানো (বাংলা কৃৎপ্রত্যয়)। এরূপ- √চাল্ + আন  
(আনো) = চালান/চালানো, √মান্ + আন  
(আনো) = মানান/মানানো ইত্যাদি।

#### ১১. জাতিবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ-

ক. সমাজ                      খ. পানি  
গ. মিছিল                    ঘ. নদী                      উ:  
ঘ

**we''vevwo** জাতিবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ  
নদী। কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে।  
যেমন- ঢাকা, সুমন, গীতাজলি, নদী, সমিতি  
ইত্যাদি। বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। যথা- ১।  
নামবাচক বিশেষ্য, ২। জাতিবাচক বিশেষ্য ৩।  
বস্তুবাচক বিশেষ্য ৪। সমষ্টিবাচক বিশেষ্য ৫।  
ভাববাচক বিশেষ্য ৬। গুণবাচক বিশেষ্য।  
জাতিবাচক বিশেষ্য: যে পদ দ্বারা কোনো  
একজাতীয় প্রাণী বা পদার্থের নাম বোঝায় তাকে  
জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- নদী, মানুষ,  
গুরু, পাখি, মাছ, পর্বত, ইংরেজ ইত্যাদি।  
সমাজ, মিছিল, সমষ্টিবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ।  
এরূপ- সভা, সমিতি, জনতা, পঞ্চায়েত,  
মাহফিল, বহর, দল, ঝাঁক ইত্যাদি। 'পানি' শব্দটি  
দ্রব্যবাচক বা বস্তুবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ।  
এরূপ- বই, খাতা, মাটি, কলম, বাটি, চাল, ধান,  
গম, লবন, চিনি, ইত্যাদি।

## ১২. 'যত্ন করলে রত্ন মিলে'- এখানে 'করলে' কোন ক্রিয়ার উদাহরণ?

ক. অসমাপিকা                      খ. অনুক্ত  
গ. দ্বিকর্ম                              ঘ. সমাপিকা                      উ:  
ক

**we''vevwo** 'যত্ন করলে রত্ন মিলে'- এ বাক্যে  
'করলে' অসমাপিকা ক্রিয়া। যে ক্রিয়া পদ দ্বারা  
বাক্য পরিসমাপ্তি হয় না। তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া  
বলে। যেমন- প্রভাতে সূর্য উঠলে। ফাহিম নিয়মিত  
পড়াশোনা করলে। যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে,  
তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। দ্বিকর্ম ক্রিয়ার বস্তুবাচক  
কর্মপদটিকে মূখ্য বা প্রধান এবং ব্যক্তিবাচক  
কর্মপদটিকে গৌণ কর্ম বলে। যেমন- বাবা আমাকে  
একটি কলম কিনে দিয়েছেন। যে ক্রিয়াপদ দ্বারা  
বাক্যের মনোভাব পরিসমাপ্তি ঘটে, তাকে

সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন- সুমন আগামীকাল  
ঢাকা যাবে। হৃদয় খুব ভালো ক্রিকেট খেলে।

## ১৩. 'অনুসর্গ' কি?

ক. শব্দ বিলুপ্তি                      খ. অব্যয়  
গ. বিশেষণ                              ঘ. ক্রিয়া বিভক্তি                      উ:  
খ

**we''vevwo** বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো  
কখনো স্বাধীন পদরূপে, আবার কখনো শব্দ  
বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ  
প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বা  
কর্মপ্রবচনীয় বলে। যেমন- দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয়  
কি মহীতে? (প্রাতিপদিকের পরে)। ময়ূরীর সনে  
নাচিছে ময়ূর। (ষষ্ঠী বিভক্তিয়ুক্ত শব্দের পরে)।  
কিছু অনুসর্গের উদাহরণ- প্রতি, বিনা, বিহনে,  
সহ, ওপর, অবধি, মধ্যে, মাঝে, পরে, ব্যতীত,  
জন্য, অপেক্ষা ইত্যাদি। ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সাথে  
যে বিভক্তি যুক্ত হয় তাকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে।  
যেমন- কর্+এ = করে। এখানে 'এ' ক্রিয়া  
বিভক্তি।

## ১৪. 'হাট-বাজার' কোন অর্থে দ্বন্দ্ব?

ক. মিলনার্থে                              খ. সমার্থে  
গ. বিপরীতার্থে                              ঘ. বিয়োগার্থে                      উ:  
খ

**we''vevwo** সমার্থক অর্থ 'হাট ও বাজার'= হাট-  
বাজার দ্বন্দ্ব সমাস। যে সমাসে উভয় পদের প্রাধান্য  
থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন- মিলনার্থে:  
মা-বাপ, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরী ইত্যাদি। সমার্থক  
অর্থে: ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, খাতা-পত্র।  
বিপরীতার্থে : আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড়  
ইত্যাদি।

## ১৫. 'শন শন' কি ধরণের দ্বিরুক্ত শব্দ?

ক. শব্দের দ্বিরুক্তি                              খ. পদের দ্বিরুক্তি  
গ. অনুকার দ্বিরুক্তি                              ঘ. কোনোটিই নয়                      উ:  
গ

**we''vevwo** 'শনশন' হলো অনুকার দ্বিরুক্তির  
উদাহরণ। কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক  
অনুভূতি বিশিষ্ট শব্দকে অনুকার শব্দ বলে। যেমন-

শনশন, টনটন, পটাপট, বনবন, ফটাফট ইত্যাদি। শব্দের বিভক্তি বিভিন্নভাবে তৈরি হতে পারে যেমন- ভালো ভালো, ফোঁটা ফোঁটা, ধন-দৌলত, দেনা-পাওনা, ধনী-গরিব ইত্যাদি। একই বিভক্তিয়ুক্ত শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগকে পদের দ্বিৰুক্তি বলে। যেমন- ঘরে ঘরে, দেশে দেশে, হাতে নাতে, দুখে ভাতে ইত্যাদি।

#### ১৬. কোনটি ভিন্নার্থক স্ত্রীবাচক শব্দ?

ক. নাটিকা	খ. পুস্তিকা	
গ. বনানী	ঘ. কাঠি	উ:
গ		

**we''vevwo** ▶ বন > বনানী (আনী-প্রত্যয়) হলো ভিন্নার্থক স্ত্রীবাচক শব্দ। এখানে বন > বনানী (বৃহৎ বন) বড় বন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ-অরণ্য > অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য), হিম > হিমালী (জমানো বরফ) ইত্যাদি। নাটক-নাটিকা, পুস্তক-পুস্তিকা (ইকা প্রত্যয়) আসলে স্ত্রী প্রত্যয় নয়; ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয়। এরূপ-মালা-মালিকা, গীত-গীতিকা ইত্যাদি।

#### ১৭. 'বিধান সকলের দ্বারা সমাদৃত হন'- একে কোন বাচ্য বলে?

ক. ভাববাচ্য	খ. কর্মবাচ্য	
গ. কর্মকর্তাবাচ্য	ঘ. কর্তাবাচ্য	উ:
খ		

**we''vevwo** ▶ 'বিধান সকলের দ্বারা সমাদৃত হন'- এ বাক্যটি কর্মবাচ্যের উদাহরণ। যে বাক্যে কর্মের সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন- বিশ্বজগৎ খোদাতায়ালা কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে ভাববাচ্য বলে। যেমন- আমার খাওয়া হলো না। কর্মকর্তৃবাচ্য: যে বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয় হয়ে বাক্য গঠন করে, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্যের বাক্য বলা হয়। যেমন- কাজটা ভালো দেখায় না। যে বাক্যে কর্তার অর্থ প্রধান্য রক্ষিত এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয়, তাকে কর্তৃবাচ্য বলে। যেমন- ছেলেরা ফুটবল খেলছে।

#### ১৮. 'হাত চালাও' বাগধারাটির অর্থ কী?

ক. মার দাও	খ. সাহায্য চাও	
গ. দক্ষ হও	ঘ. তাড়াতাড়ি করা	উ:
ঘ		

**we''vevwo** ▶ 'হাত চালাও' বাগধারাটির অর্থ 'তাড়াতাড়ি করা'। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা- হাতে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা প্রকাশ করা), হাতটান (চুরির অভ্যাস), হাড় হাভাতে (হতভাগ্য), হালে পানি পাওয়া (সুবিধা করা), রাবণের চিতা (চিরশান্তি), রাশভারি (গম্ভীর প্রকৃতির) ইত্যাদি।

#### ১৯. 'যামিনী' এর প্রতিশব্দ কোনটি?

ক. প্রসূন	খ. দামিনী	
গ. শর্বরী	ঘ. রজনী	উ:
গ		

**we''vevwo** ▶ 'যামিনী' এর প্রতিশব্দ শর্বরী। এরূপ-রাত্রি, রজনী, নিশি, নিশা, নিশীথ, বিভাবরী, নিশীথিনী ইত্যাদি। প্রসূনের সমার্থক শব্দ ফুল, পুষ্প, কুসুম ইত্যাদি। দামিনী শব্দের সমার্থক শব্দ বিদ্যুৎ, তড়িৎ, বিজলি, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপলা ইত্যাদি।

#### ২০. Covenant শব্দের অর্থ-

ক. ধাওয়া করা	খ. আইনসভা	
গ. জায়গার নাম	ঘ. চুক্তিপত্র	উ:
ঘ		

**we''vevwo** ▶ 'Covenant' শব্দটির বাংলা পরিভাষা চুক্তিপত্র। কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা।  
Diplomat – কূটনীতিক, Banquet-  
ভোজসভা, Hand bill- ইশতেহার, Summit-  
শীর্ষ, Wit- বুদ্ধি, রসিকতা ইত্যাদি।